দৈনিক বাংলা

52

তারিখ 19.AUG 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

৫

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা

দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ই যে সন্তোষজনক অবস্থায় নেই এ তথ্য আমাদের জানা আছে। তবু পত্র–পত্রিকার খবরে যখন অনেক বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থার কথা জানি অথবা ছবিতে দুর্দশা প্রত্যক্ষ করি তখন অবশ্যই আমরা এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করি। এ অবস্থা আমাদের প্রত্যাশিত নয় তাই আমাদের এই অস্বস্তি। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজার জন্য আমাদের উৎকণ্ঠা।

পত্রিকান্তরের রিপোর্টে রায়পুর, সাভার, সরাইল, নবাবগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি এলাকার কয়েকশত বিদ্যালয়ের অবস্থার কথা জানা গেছে। এসব বিদ্যালয়ের দালান–কোঠা আসবাব কিছুরই ঠিক নেই। কোন কোন স্কুলের উঠানে পানি ও আবর্জনা জমে বিশ্রী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কোথায়ও বা ছাদ ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা। বর্ষাকালে এখানে ক্লাস চালাবার উপায় নেই। আর্থিক অনটনের জন্য অনেক স্কুলই বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে।

দালান–কোঠা আসবাবপত্র ঠিকঠাক বজায় থাকলেও যে অনেক সময় লেখাপড়া নাও হতে পারে একথা আমরা মানি। তবে ক্লাস করার জন্য, পড়ালেখার কাজ চালিয়ে নেবার জন্য কিছু আয়োজনের দরকার আছে এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না। শিক্ষার্থীদের একটা অঙ্গনে সমবেত হতে হয়। লেখার জন্য বেঞ্চ টুল ব্ল্যাক বোর্ড এসব লাগে। পানি জমে স্কুলঘর যদি দুর্গম স্থান হয়ে ওঠে তাহলেও ছাত্রদের উপস্থিতিতে তার প্রভাব পড়বে। এইসব উপসর্গের সঙ্গে যখন শিক্ষক সমস্যা এসে যুক্ত হয় তখন লেখাপড়ার পাটটা নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষার এই চিত্র আমাদের জন্য অবশ্যই উদ্বেগজনক।

এই অবস্থার পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেয়া বেশ বড়মাপের কাজ এটা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। এ কাজের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতে পারে তার যোগান দেয়া আমাদের দেশের মত সীমিত অর্থনীতির দেশের পক্ষে খুব সহজ কথা নয়। কিন্তু যেহেতু সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাই অগ্রাধিকার বিবেচনা করে এ ক্ষেত্রে একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা নিশ্চয়ই করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন বেসরকারী বা বিদেশী সংস্থা সাহায্যে এগিয়ে এলে তা গ্রহণ করা যায় অথবা তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সরকার কাজ করতে পারেন। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমন্বয় ঘটানোর জন্যই এখানে আরও অনেক প্রাইমারী স্কুল গড়ে তুলতে হবে, তেমনি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়িত করে তোলার জন্যও দরকার আরও প্রাইমারী স্কুল। সে কারণেই আমাদের বিশ্বাস দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেবে। যে সব স্কুল আছে অনেক ক্ষেত্রে তা সংস্কারেরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এগুলি ভেঙ্গে নতুন করে বানানো ছাড়া গতি নেই। যথেষ্ট চিন্তা–ভাবনা করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন হবে বলে আমরা মনে করি।